যুবশক্তি- ২০২০

ডেক্সটপ নিউজ লেটার, প্রকাশকাল- ৩০ জুন, ২০২০, প্রকাশনায়- ইয়ুথ প্রকল্প, কোস্ট ট্রাস্ট।

নরওয়েজিয়ান রিফিউজি কাউন্সিল-এর সহায়তায় কোস্ট ট্রাস্ট উখিয়া উপজেলার যুবদের সামাজিক ও মানসিক দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে আয়বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ পরিচালনামূলক প্রকল্প পরিচালনা করে আসছে।

করোনার প্রভাব মোকাবেলায় ইয়ুথ প্রকল্পের পক্ষ থেকে ২৪০ জন কিশোর-কিশোরীকে দেওয়া হয় অর্থ সহায়তা

wK‡kvixi nv‡Z bM` A_ Z‡j w`‡"Qb cvjsLvjx BDwbq‡bi c¨v‡bj †Pqvig¨vb Rbve †gvRvddi Avng`, Qwe- Igi dvi“K, wmGd

করোনার প্রভাব মোকাবোলায় উখিয়া উপজেলার পালংখালী ইউনিয়নের ২৪০ জন কিশোর-কিশোরীকে নরওয়েজিয়ান রিফুউজি কাউন্সিলের আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত "Arranging Special Emergency Support Activities to Fight COVID-19" প্রকল্পের মাধ্যমে নগদ অর্থ প্রদান করা হয়। চারটি ইউনিয়নের ১০টি গ্রামের ২৪০জনকে ২০০০ টাকা করে সর্বমোট ৪৮০০০০ টাকা দেওয়া হয়। এই বিতরণ কার্যক্রম চলে বিগত ১৫ হতে ১৮ জুন, ২০২০ পর্যন্ত। প্রতিদিন ৬০জন কিশোর-কিশোরীর মাঝে এই টাকা বিতরণ করা হয়। এই বিষয়ে পালংখালী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব গফুর আহমদ বলেন, প্রকল্পের এই অর্থ বিতরণ কিছুটা হলেও কিশোর-কিশোরীদের পরিবারে স্বস্তি নিয়ে আসবে। ভবিষ্যতে আরো বেশী কিশোর-কিশোরীকে অন্তর্ভুক্ত করলে ভাল হয়। উখিয়ারঘাট গ্রামের কিশোরী আমিনা খাতুন(১৮) বলেন, করোনার কারণে আয় কমে যাওয়ায় তাঁর পরিবার খুব কষ্টে জীবন যাপন করছে। এই আর্থিক সহায়তা তার পরিবারের অনেক উপকারে লাগবে।

সংকার কমিটির সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য প্রদান করা হলো পিপিই

কভিড-১৯ সময়ে সংকার কমিটির কাজটি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ তাই সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য ৪টি কমিটির সদস্যদের প্রদান করা হলো পিপিই (পারসোনাল প্রটেক্টটিভ ইকুয়েপমেন্ট)। প্রতিটি পিপিই সাথে রয়েছে গাউন-১টি,

DwLqv Dc‡Rjv mrKvi KwgwUi wbKU wcwcB n¯—vš—‡ii mgq Dcw¯'Z wQ‡jb Dc‡Rjv wbevnx Awdmvi Rbve wbKvi‡¾vgvb †PŠayix I †Kv÷ Uv÷-Gi BDiK wUg wjWvi Rbve †iRvDj Kwig, Qwe- Rvgqj, GdGg I

গ্লাভস-১জোড়া, মাস্ক-১টি, হেড ক্যাপ-১টি, ফেইসশিল্ড-১টি, সু ক্যাপ-১জোড়া। এছাড়াও উপজেলা সংকার কমিটির সদস্যদের সুরক্ষার জন্য ইয়ুথ প্রকল্পের পক্ষ হতে প্রদান করা হয় ২০ সেট পিপিই। উক্ত পিপিই হস্তান্তরের সময় উপস্থিত ছিলেন জনাব নিকারুজ্জামান চৌধুরী উপজেলা নির্বাহী অফিসার উখিয়া এবং কোস্টে ট্রাস্ট-এর ইউরক টিম লিডার জনাব রেজাউল করিম ও ইয়ুথ প্রকল্পের কর্মীবৃন্দ।

কভিড-১৯ বিষয়ে জন সচেতনতা বৃদ্ধিতে নিয়মিত চলছে সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান

bjewbqv Mv‡g Pj‡Q †KwfW-19 m‡PZbZvgjK cPviwfhvb, Qwe- Igi dvi“K, wmGd

করোনা ভাইরাস মানুষের মাধ্যমে খুব সহজে ছড়িয়ে পরতে পারে। সচেতনতা বৃদ্ধি এই রোগ প্রতিরোধের অন্যতম একটি উপায়। এই লক্ষ্যে প্রকল্পের কর্মীগণ নিয়মিত উখিয়া উপজেলার ৪টি ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন। যেসকল বিষয়ে জনগণকে সচেতন করার চেষ্টা চলছে তা হল কিছুক্ষণ পরপর সাবান দিয়ে ২০ সেকেন্ড

ধরে হাত ধোয়া, হাঁচিকাশির শিষ্টাচার মেনে চলা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, মাস্ক ব্যবহার করা, প্রয়োজন ছাড়া ঘর হতে বের না হওয়া প্রভৃতি।

করোনা ভাইরাস সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে বিতরণ করা হচ্ছে লিফলেট

wjd‡jU weZiY Pj‡Q njy`qvcvjs BDwbq‡bi evRv‡i, Qwe- Igi dvi&K, wmGd

আমাদের দেশে করোনা ভাইরাস প্রথম চিহ্নিত করা হয় ৮ মার্চ ২০২০ সালে। বর্তমানে সারা বিশ্বে এই ভাইরাসটি ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়েছে। কভিড-১৯ রোগ এর সংক্রমণ বিস্তার রোধে সচেতনতার বিকল্প নেই। প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ এই রোগ সম্পর্কে তেমন সচেতন নন। উখিয়া উপজেলার পালংখালী, রাজাপালং, হলুদিয়া পালং এবং জালিয়া পালং ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে ও হাট-বাজারে লিফলেট বিতরণ করা হচ্ছে। যা মানুষকে সচেতন হতে সহযোগিতা করবে।

২৪০ জন কিশোর-কিশোরীর মধ্যে বিতরণ করা হল স্বাস্থ্য সুরক্ষা উপকরণ

wK‡kvix n‡Z ¯^v¯'¨ myiÿv DcKiY Zy‡j w`‡"Qb Rbve gv÷vi gwReyi nK, Qwe- nwg`yi Bmjvg, wcI

করোনাভাইরাস থেকে সুরক্ষিত থাকার অন্যতম একটি উপায় হল কিছুক্ষণ পর পর ২০ সেকেন্ড ধরে সাবান পানি দিয়ে হাত ধোয়া। করোনা ভাইরাস থেকে কিশোর-কিশোরীদের সুরক্ষিত রাখার জন্য হাত ধোয়া শেখানোর পাশাপাশি স্বাস্থ্য সুরক্ষা উপকরণ প্রকল্প প্রদান করা হয়েছে। পালংখালী ইউনিয়নের ২৪০ জন কিশোর-কিশোরীর মধ্যে হ্যান্ড স্যানিটাইজার-১টি, গোসলের সাবান-২টি ও কাপড় ধোয়ার সাবান-২টি প্রদান করা হয়েছে। এগুলো তাদের প্রাত্যহিক পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কাজে সহায়ক হবে।

প্রকল্পের পক্ষ থেকে সৎকার কমিটির ৪০ জন সদস্য পেলেন প্রশিক্ষণ

cwkÿY MnY Ki‡Qb Rwjqvcvjs BDwbqb mrKvi KwgwUi m`m¨e„›`, Qwe- Igi dvi&K, wmGd

করোনা ভাইরাস সন্দেহে আক্রান্ত হয়ে মৃত ব্যক্তিদের সঠিকভাবে সৎকার কাজ সম্পন্ন করার জন্য গঠন করা হয় ৪ টি সৎকার কমিটি। প্রতিটি সৎকার কমিটিতে ১০ জন সদস্য রয়েছে যার মধ্যে একজন ইমাম আছেন। উখিয়া উপজেলার রাজাপালং, পালংখালী, হলুদিয়া পালং ও জালিয়া পালং ইউনিয়নে এই কমিটি একটি করে গঠন করা হয়। কমিটির সদস্যরা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে জনগণের কল্যাণে কাজ করবেন। তাদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে একদিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণে করোনা ভাইরাস এবং গোরা সৎকার করার সময় কি কি সুরক্ষা পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সেই সাথে PPE ব্যবহার বিধি সংক্রান্ত বিষয়ে জানানো হয়। প্রশিক্ষণটি একজন অভিজ্ঞ প্যারামেডিক দ্বারা পরিচালনা করা হয়। হলুদিয়া পালং সৎকার কমিটির সভাপতি মৌলানা সুরত আলী বলেন, কোন ব্যক্তি মারা গেলে তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মানের সহিত দাফন করা আমাদের কর্তব্য। সে যদি করোনাই আক্রান্ত হয়ে মারা যায় তবুও। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি কিভাবে এই ভাইরাস থেকে নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে হয়।

এক নজরে প্রকল্প কার্যক্রমঃ

ক্রম	কার্যক্রমের বিবরণ	অর্জন
০১	নগদ অর্থ বিতরণ	২৪০ জন
০২	স্বাস্থ্য সুরক্ষা উপকরণ বিতরণ	২৪০ জন
০৩	সৎকার কমিটি গঠন	৪ টি
০৪	সৎকার কমিটি প্রশিক্ষণ প্রদান	৪০ জন
০৫	পিপিই হস্তান্তর	৪০ সেট

AwZwi³ Z‡_¨i Rb¨ †hvMv‡hvM Kiæb wefe †`Iqvb, cKí mgšqKvix, Bqy cKí, ‡gvevBj: 01762-624814, B-‡gBj: dewan.coast@gmail.com